বৃষ্টিদিনের ফ্যাশন

• সাইমা ইসলাম তন্দ্রা

বাইরে একটানা ঝরছে বর্ষার মুষলধারা। কখন থামবে কিংবা আদৌ থামবে কিনা তাও জানা নেই। অথচ এই বৃষ্টি মাথায় করে বাইরে না বেরোলেই নয়। ভাবছেন ছাতা মাথায় এক দৌড়ে কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু মুষলধারার বৃষ্টি যখন ছাতার বাধ মানবে না তখন বৃষ্টির জল গায়ে মাখতে হবে।

আবার আকাশে সূর্যের হাসি দেখে যে মানুষটি বেরিয়েছিলেন ঘরের বাইরে, আচমকা এক পশলা বৃষ্টি বেশ করে ভিজিয়ে দিতে পারে তাকেও। তখন বৃষ্টির কবলে পড়ে ঠা-া কিংবা জ্বর বাধানোর পাশাপাশি গোলমাল বেঁধে যেতে পারে পরিধেয়তেও। বিশেষ করে সুতি কাপড় কিংবা সাদা কাপড়ে বৃষ্টির পানি আর কাদা মাখামাখি হয়ে বিপত্তির মুখোমুখি পড়তে হয় অনেককেই। তাই বলে বৃষ্টির দিনে আপনি যে রাতারাতি সব স্টাইলিশ পোশাক জলাঞ্জলি দিয়ে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করবেন তা তো নয়। বরং বৃষ্টিকে মানিয়ে এবং সবাইকে জানিয়েই এই বৃষ্টির দিনে চালু রাখতে হবে আপনার ফ্যাশন ভাবনাটুকু।

বৃষ্টি দিনের ফ্যাশন কেমন হবে তা জানার আগে বৃষ্টির দিনে কেমন পোশাক পরবেন না, সেটা জানিয়ে দেয়া উচিত। এক্ষেত্রে প্রথমেই আসবে সুতি কাপড়ের প্রসঙ্গ। সুতি কাপড়ের পোশাকের বুনটটাই এমন থাকে যে এ ধরনের কাপড় বৃষ্টিতে ভিজলে তা শরীরের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে।

আবার একটু মোটা তন্তু বা মোটা বুনটের সুতির কাপড় শুকাতে দেরি হয় বলে তা শরীরের সঙ্গে পানির সংস্পর্শটাও রাখে বহুগুণ। আর এ কারণে ঠা-া লাগার ভয়টাও থাকে বেশি। অন্যদিকে সুতি কাপড়ে বৃষ্টির পানি শুকিয়ে গেলে এতে এক ধরনের গুমোট গন্ধ কিংবা ছোট ছোট দাগ হতে পারে, যা বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে আপনার প্রিয় পোশাকেরও।

সুতি পোশাকের মতো বৃষ্টির সময় মোটা বুনটের কাপড় যেমন আদ্দি বা খদ্দরের পোশাক পরা থেকেও বিরত থাকতে হবে। সেই সঙ্গে বৃষ্টিতে যেসব কাপড় ভিজে গেলে আপনাকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলে দিতে পারে সে ধরনের কাপড়ও এড়িয়ে চলতে হবে।

এবার আসা যাক বৃষ্টিদিনের আরামদায়ক পোশাক প্রসঙ্গে। সাধারণত বৃষ্টির সময় বা মেঘলা মেঘলা আবহাওয়ায় এমন পোশাকই নির্বাচন করা উচিত, যা বৃষ্টিতে ভিজলে দ্রুত শুকিয়ে যায়। আবার হুট করে রোদ উঠলেও অস্বস্তি তৈরি করে না। এক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃত্রিম তন্তুজাত কাপড়ই আপনাকে সুরক্ষিত রাখবে। তবে কৃত্রিম তন্তুজাত কাপড়ে যাদের অ্যালার্জি আছে কিংবা যারা এ ধরনের কাপড় পরে স্বস্তি পান না তারা জর্জেট, সিল্ক কিংবা দেশি ভয়েল ধরনের কাপড়ের পোশাক পরতে পারেন। এসব কাপড়ের পোশাকগুলোও বর্ষার দিনে আপনাকে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা দেবে।

সাধারণত বর্ষার এই সময়টা নীল, কমলা বা উজ্জ্বল যে কোনো রঙের পোশাকই বেশি মানায়। বিশেষ করে যেসব দিনে আকাশ মেঘলা থাকে সেসব দিনে খানিকটা উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরাই ভালো। একইভাবে মেঘের কোল ঘেঁষে বেরিয়ে আসা হঠাৎ রোদেও ভালো লাগে যে কোনো উজ্জ্বল পোশাক। তবে পোশাকের এ উজ্জ্বল রঙ যেন চোখে লাগার মতো দৃষ্টিকটু না হয় সেটুকু বুঝে নিতে হবে আপনার রুচিবোধ থেকেই।

তাছাড়া যেসব রঙের কাপড় বৃষ্টির পানিতে ভিজে এক ধরনের স্বচ্ছতা তৈরি করে আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিতে পারে, এমন রঙের বা বুনটের পোশাক এড়িয়ে চলাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

বৃষ্টির সময় রাস্তায় বা চলতে পথে কাদাপানির ঝক্কিতে যেন আপনার মূল্যবান পোশাকের বারোটা বেজে না যায় সেজন্য খুব বেশি নিচু বা পায়ের কাছে পড়ে এমন প্যান্ট, ট্রাউজার বা সালোয়ার যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত। এছাড়া এ সময়ের সালোয়ার কিংবা কামিজ খানিকটা ঢিলেঢালা হলে তা বৃষ্টিতে ভেজার পর যেমন দ্রুত শুকিয়ে যায় আবার হঠাৎ রোদ উঠলেও অস্বস্তি তৈরি করে না। বিশেষ করে বৃষ্টির সময় বাইরে বেরোতে হলে স্কিনটাইট জিন্স বা চুড়িদার সালোয়ারের মতো পোশাক এড়িয়ে চলাটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এসব বিষয় মাথায় রেখেই ফ্যাশন হাউসগুলো তাদের পোশাকের কালেকশন রেখেছে। বর্ষাকে মাথায় রেখে আলাদাভাবে পোশাক তৈরির উপলক্ষ না রাখলেও ফ্যাশন হাউসগুলো সামার ফ্যাশনের সময়ই বর্ষার জন্য কিছুটা হলেও আয়োজন রাখে। বর্ষার জন্য ফুল, পাতা, নৌকাসহ নানা মোটিফ দিয়ে পোশাক তৈরি করে তারা। সেক্ষেত্রে আপনি আপনার পছন্দের হাউস থেকে বর্ষার কথা মাথায় রেখেই কিনতে পারেন ফ্যাশনেবল পোশাক। ■

যেসব দিনে আকাশ মেঘলা থাকে সেসব দিনে খানিকটা উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরাই ভালো